

ত্র্যাক প্লাটুনের খোঁজে

অঞ্জন আচার্য

বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ওরা তিনজন বলল: আমরা প্রতীক্ষায় আছি।
কিসের প্রতীক্ষা?

আমরা সেইসব মানুষকে খুঁজছি, যারা একান্তরে ত্র্যাক প্লাটুনের সদস্য ছিলেন, তাঁদের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা।

কেন খুঁজছ তাঁদের?

এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে, তা গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় নেয় ওরা তিনজন। তারপর বলে: “শাহাদত চৌধুরী কী করে কবি শামসুর রাহমানের ‘গেরিলা’ কবিতাটি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিলেন, সে কথা কি জানতে ইচ্ছা হয় না? জানাতে ইচ্ছে হয় না?”

‘অবরুদ্ধ ঢাকায় যে কিশোর বা তরুণ জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালাল, তাদের কথা কি শুনতে ইচ্ছা হয় না? জানাতে ইচ্ছা হয় না?’

হয়, ইচ্ছা হয়। সেইসব হিরণ্ময় মানুষকে কাছে থেকে জানা দরকার। তাঁদের অভিজ্ঞতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা তো হবেই।

সে ইচ্ছা বা সুপক্ষে বাস্তবে পরিণত করার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে কচিকাঁচার মেলার খুদে সদস্যরা। ত্র্যাক প্লাটুনের সব সদস্যের ঠিকানা জানা চাই তাদের। সব সদস্যের কাছ থেকে শোনা চাই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। তারপর তা লিপিবদ্ধ করা চাই। না হলে কীভাবে নতুন প্রজন্ম জানবে, কী করে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হয়েছিল? এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যোগ দিলেই তো পাওয়া যাবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। তখন আরও প্রগাঢ়ভাবে আমরা বলতে পারব, ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল যে দেশ, দেশটিই আমাদের।

ওই তিনজন বলে: আমরা এখন ত্র্যাক প্লাটুনের সদস্যদেরই খুঁজছি। তাঁরা কি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন?

ওদের নাম অপর্ণা দাস জুঁই, দিলশাদ শারমিন মিথুন আর আবু বকর সিদ্দিকী সৌর। ওদের সঙ্গে আরও আছে সিফাত, ইমতিয়াজ, প্রমা, ইভান, সালমানরা। ওরা বিশ্বাস করে, একদিন ঠিকই ত্র্যাক প্লাটুনের বেঁচে থাকা সব সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

বিষয়টির শুরু আরও আগে থেকে। কচিকাঁচার মেলার এই সদস্যদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন ইব্রাহিম খালেদ, আহমেদ আবু ইনসাফ, শেখ আহসানউল্লাহ মজুমদার, ইশতিয়াক আজিজ উলফাৎ ও ড. শারমিনা সুলতানা উম্মি।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের একান্তরের দিনগুলি বইটি পড়ে এই শিশুরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। ত্র্যাক প্লাটুন নিয়ে কাজ করার জন্য জরুরিভাবে ডাকা হয় কচিকাঁচার মেলার খুদে বন্ধুদের নিয়ে এক ঘরোয়া বৈঠক। তাদের খুলে বলা হয় ত্র্যাক প্লাটুন সদস্যদের সেইসব দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প। ১৯৭১

সালে ঢাকা যখন সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানি সেনা শাসকদের কবজায়, তখন প্রিয় শহর ঢাকাকে শত্রুমুক্ত করতে একদল কিশোর-তরুণ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তাঁদের বলা হতো 'ক্র্যাক প্লাটুন' সদস্য। তাঁরা আক্রমণ চালাতেন শত্রুদের দখল করা স্থানগুলোয়। তাদের কেউ ছিল নয় বছরের স্কুলছাত্র, কেউবা সদ্য তরুণ বয়সী কলেজছাত্র। তাঁদের কাজ ছিল শত্রুদের ওপর আচমকা চোরাগোপ্তা হামলা চালানো। তাঁদের কেউ কেউ সেই মহান মুক্তিযুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছেন। তবে এখনো বেঁচে আছেন অধিকাংশ সদস্যই। তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। ২০০৫ সালের ১০ জুলাই প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এই ক্র্যাক প্লাটুন সদস্যদের নতুন করে খোঁজার অভিযান। অনুসন্ধানী দলের দলনেতা দিলশাদ শারমিন মিথুন বলল, প্রায় ৩০০ জন ক্র্যাক প্লাটুন সদস্যের মধ্যে তাঁরা ১৪৯ জনের খোঁজ পেয়েছেন। আর এঁদের মধ্যে মাত্র ৫৫ জনের সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছে তারা। বাকিদের কেউ চলে গেছেন বিদেশে, কেউবা পৃথিবী ছেড়ে। কেউ হয়তো দেশেই আছেন, কিন্তু তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরও তারা চালিয়ে যাচ্ছে এই অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারপর্ব। এতে তাদের কখনোবা যেতে হয় গুলশানে, কখনোবা ধানমন্ডি, সেগুনবাগিচা, পুরান ঢাকার নানা জায়গায়।

ক্র্যাক প্লাটুন সদস্যদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যারা তাদের কাছে কোনো সাক্ষাৎকারই দিতে রাজি হয়নি প্রথমে। তারপর একসময় বরফও গলে। আর তেমনই একজন ক্র্যাক প্লাটুন সদস্য হলেন কাজী কামালউদ্দিন। মিথুন ও জুঁই যায় কাজী কামালউদ্দিনের সাক্ষাৎকার নিতে। প্রথমে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে চাননি। কিন্তু জুঁই ও মিথুনের আগ্রহ এবং কাজের প্রতি উৎসাহ দেখে কথা বলেন তিনি। এমন একটি কাজের জন্য উৎসাহও দেন মনপ্রাণ ভরে।

খুদে অনুসন্ধানী সদস্যদের এমন কার্যক্রম নিয়ে নানা আয়োজনও হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা। সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনাগুলো সংকলিত হবে বই আকারে। এ ছাড়া বইয়ের লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে জাতীয় কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করার ইচ্ছাও আছে। টেলিভিশনে এ নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চিন্তাভাবনা আছে। আছে 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে একটি ভিডিও গেমস চালু করার পরিকল্পনা। কিন্তু এতসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে সেদিনই, যেদিন জীবিত প্রায় সবারই সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হবে।

ক্র্যাক প্লাটুন সদস্যদের প্রতি কচিকাঁচার মেলার শিশুরা আবেদন জানাচ্ছে, তাঁরা যেন তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এই মহান বীর যোদ্ধাদের ব্যাপারে এই শিশুরা জানতে চায়। তারা দুটি ই-মেইল ঠিকানাও দিয়েছে। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা যদি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে ওরা উপকৃত হবে। মেইল দুটি হলো- crackplatoon71@yahoo.com | crackplatoon71@hotmail.com